CC9 4th Sem (UG)

বলাকার গতিবাদ :- (৩)

রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রবাহের ইতিহাস নিরন্তর এক ভাব ও অনুভূতির পর্যায় হতে আর এক ভাব ও অনুভূতির পর্যায়ে যাওয়ার ইতিহাস, অখণ্ড গতির চিরগতিই তাঁর চিরকাম্য, পর পর চিত্রে উদ্ভাসিত চিত্রই তিনি প্রার্থনা করেন, সমস্ত জগতের মধ্যে যে গতিশীল জীবন বয়ে চলেছে তাই কবির কল্পনাকে মুগ্ধ করে অপরূপ চলমানের মধ্য দিয়ে নিঃসৃত হয়েছে। 'বলাকা', 'চঞ্চলা', 'ছবি' প্রভৃতি কবিতাগুলির মূলকথা ফরাসী দার্শনিক 'Bergson' এর — "Creative Evolution' গ্রন্থের মতবাদের কথা স্মরণ করে দেয়, মানসিক গঠনে রবীন্দ্রনাথ ভাববাদী, কিন্তু স্বভাবে তিনি শুধু রোমান্টিক, প্রেম, সৌন্দর্য, স্বদেশপ্রীতি, ঈশ্বরপ্রীতি সবই মেলে তাঁর কাব্যে,

গীতাঞ্জলীর যুগে রবীন্দ্রনাথ যেমন সরল ভক্তিনম্র আত্মনিবেদনের সুর ধ্বনিয়ে তুলেছিলেন তাঁর কাব্য কবিতায়, ঈশ্বরকে প্রেমিকরূপে, প্রিয়রূপে নিজের অন্তরের মধ্যে লাভ করে তাঁর সঙ্গে একাত্ম সহজ আনন্দের লীলারসে নিমজ্জিত হতে চেয়েছিলেন, তাঁর মনে হয়েছিল জীবনের কাছে সবই জানা হয়েছে, এখন শুধু ঈশ্বরের সঙ্গে নিভৃত আলাপনের পালা কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তের গতি বিশেষ করে তিনি ভাবজগতের উপরে আবদ্ধ থাকতে চাননি, তাঁর অনুভূতিশীল মনে প্রকৃতিলোক ও মানবলোকের বিচিত্র তরঙ্গের প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করেছে,

১৯১২ সালে কবি ইউরোপ ভ্রমণে গিয়েছিলেন সেখানে ইউরোপীয় জীবনের গতিচঞ্চলতা কবিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল, বিশেষ করে ভারতীয় জীবনে যে জড়ত্ব ও গতিহীনতা তারই পরিপ্রেক্ষিতে ইউরোপ তার কাছে অনেকখানি প্রাণচাঞ্চল্যশীল মনে হয়েছিল, ইউরোপ ভ্রমণকালে কবির মনে হয়েছিল সমস্ত ইউরোপ যেন এক বারুদের স্তুপের উপর বসে আছে, যেকোনো মুহূর্তে সেখানে বিস্ফোরণ ঘটবে, তাছাড়া ফরাসী দার্শনিক বার্গসঁ (Bergson) বলেন, —

'অস্তিত্বের অর্থই হইতেছে পরিবর্তন,
যাহার পরিবর্তন নাই, যাহার মধ্যে গতি নাই,
তাহার অস্তিত্ব নাই, তাহা সত্য নয়,"

Scanned with CamScanner

এই গতিবাদে বিশ্বাসী হয়ে কবি এক অনন্ত আলোর সন্ধান পান,

বার্গসঁ (Bergson) এর গতিতত্ত্বের মূলকথা হল - " To exist is to Change, to Change is to mature, to mature is to go on creating oneself endlessly." এই গতিবাদের নিহিত যথার্থ তাৎপর্য হল - "অনন্ত, অবিরাম গতিপ্রবাহের মধ্যে কেবলই যাওয়ার অর্থই হল মৃত্যু আর আগমন অর্থাৎ চলাই জীবন, অনন্ত গতিই চরমতম সত্য," বার্গসঁ এর এই তত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজের অন্তরের মধ্যে অনেক বড় সত্যকে লাভ করলেন, দেশে ফিরে আসার পর তিনি দেখলেন দেশবাসী নিদারুণ নিশ্চেষ্টতা ও জড়তার মধ্যে দিয়ে দিন অতিক্রম করছে, এই প্রাচীন দেশের মানুষেরা যেন কিছুতেই গতানুগতিক প্রাচীন সংস্কার ও ঐতিহ্যের খোলস ভেঙে বাইরে বেরিয়ে আসতে চায় না, এই জীবনহারা এই অচল, অসাড় জাতিকে তিনি নতুন করে 'সঞ্জীবনী' মন্ত্র শোনাতে চাইলেন,

বাংলাদেশে তখন প্রমথ চৌধুরীর নেতৃত্বে 'সবুজপত্র' প্রকাশের উদ্যোগ চলছে, 'সবুজপত্র' গোষ্ঠীর লেখকেরা চাইছিলেন জাতির মন যাতে ঘুমিয়ে না পড়ে তার চৈতন্য যেন জাগ্রত হয়, তাই তারা বাঁধাবোলের বেড়া ভেঙে নতুন আশায় এই বাঙালী জাতিকে উদ্বেলিত করতে চেয়েছিলেন, তারা কবির কাছে আশীর্বাদ চাইলেন, পঞ্চাশ উত্তীর্ণ কবি হলেন এই তরুণ দলের নেতা, যৌবনকে আহ্বান জানিয়ে তিনি লিখলেন সবুজপত্রের প্রথম সংখ্যায় [সবুজের অভিযান কবিতাটি (১৩২১)] শুরু হল বলাকার কাব্যধারা,

১৩২১ থেকে বৈশাখের ১৩২৩ সালের মধ্যে রচিত মোট ৪৫টি কবিতা 'বলাকায়' অন্তর্ভুক্ত, এই কাব্যগ্রন্থের মূল সুর গতির সুর, যৌবনের জয়গান, প্রেম, যৌবন, মৃত্যুবিষয়ক সমস্ত ভাবনাই গতিচেতনার আলোকে কবির অন্তরে নতুন রূপ লাভ করল, কবি অনুভব করলেন জীবন কখনো কোনো বন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না, মহাজীবন সর্বদা এগিয়ে চলে নব-নব পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে, —

Scanned with CamScanner

"লোকে লোকে
থরে থরে ফুটাইলে
আলোকে আলোকে।"

'চঞ্চলা' কবিতায় কবি এই সৃষ্টিকে অবারিত কল্পনা করলেন এক বিরাট নদীরূপে, তাঁর মনে হল সমস্ত সৃষ্টি যেন এক উন্মত্ত অভিসারে কোনো দূরের দিকে ছুটে চলেছে এবং মৃত্যুস্নানের মধ্য দিয়ে বিশ্বজীবন নিত্য-শুচি হয়ে উঠছে, —

"তব নৃত্য মন্দাকিনী নিত্য ঝরি ঝরি
তুলিতেছে শুচি করি
মৃত্যুস্নানে বিশ্বের জীবন
নিঃশেষ নির্মল নীলে
বিকাশিছে নিখিল গগন।"

'বলাকা' কবিতায় কবি অনুভব করেছেন সমস্ত বিশ্বভুবন যেন এক 'বলাকা', মাটির নীচে বীজ অঙ্কুরের পাখা মেলে উড়ে যেতে চাইছে, মাটির ওপরে তৃণদল ঝাঁকের মেঘের মতো নিরুদ্দেশ হয়ে উড়তে চাইছে, তরুশ্রেণী-তার পক্ষ প্রসার বিস্তৃত করে যেন কোনো অনন্তের দিকে ডানা মেলতে চাইছে, মানুষের মনের অন্তরে যেন একটি কথা, —

'হেথা নয়, হোথা নয়, অন্য কোথা
অন্য কোনোখানে।'

'ঝড়ের খেয়া'তে কবিমানসে প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের অভিঘাত লক্ষ্য করা যায়, কবি মনে করেছেন এই যুদ্ধের রক্তধারা ও মৃত্যুস্রোতের মধ্য দিয়ে মানব সভ্যতা যেন এক যুগ থেকে যুগান্তরের দিকে ধাবিত হয়ে চলেছে, সভ্যতার নতুন অরুণোদয় যেন আসন্ন, জীবনের কাণ্ডারীর আহ্বান যেন কবির কাছে ধ্বনিত হল, —

"নূতন তরণী নিয়ে নূতন মুক্ত তীরে
দিতে হবে পাড়ি।
এসেছে আদেশ
বন্দরের কাল হল শেষ।"

'আহ্বান' কবিতাতে কোথায় তাজমহলের চিরন্তন বাণী, —

"ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া,"

যে স্মৃতির আবেগ- তাজমহলের বস্তুরূপের মূর্তি ধরে নিজের অন্তরে গভীর অনুভূতিকে চিরকালের জন্য ধরে রাখতে চেয়েছিল সে আবেগ সে স্মৃতি মিথ্যা নয়, কারণ তা সাজাহানের প্রেমিক সত্তা ও শিল্পী সত্তার অপূর্ব সমন্বয়কে প্রকাশ করে তার চলার পথকে প্রসারিত করে দিয়েছে।

এই ভাবে কবি যৌবনকে বললেন চির-দিনকার সত্য, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবন বারবার ফিরে ফিরে নবযৌবন লাভ করে, প্রকৃতির এই অকারণ আবেগে চলার সুরকে প্রতিধ্বনিত করবার জন্য কবি তাঁর ছন্দেও আন্দোলন এনে বাঁধা বন্ধনহীন মুক্তির উল্লাস, এই ছন্দের নাম মুক্তক ছন্দ, অসমপংক্তিক বললেন ([illegible]) এর কবিতার ভাব যেন এক চরণ থেকে চরণান্তরে অনায়াসে প্রবাহিত হয়ে গেল, আর চরণের শেষে অন্ত্যমিলের ঝঙ্কারটুকু যেন অপ্সরার নূপুরের ছন্দে মঞ্জীর ধ্বনি ঝঙ্কৃত করল।

— ০ —

(KDM)